দৈনিক খবর

তারিখ 3 1 MAY 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

047

পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি এ লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার কতিপয় কারণ চিহ্নিত করা হয় এবং এ জন্য যারা দায়ী তাদের সচেতন করা হয়। সভা সময়মত ফল প্রকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার সাথে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করার এবং সেশনজট দূর করার বিষয় জড়িত। এক সময় ছিল যখন পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে কোন অনিয়ম ছিল না। তখন ঠিক সময়ে পরীক্ষা হতো এবং জুলাই মাসে নয়া সেশন শুরু হওয়ার আগেই ফল প্রকাশ হয়ে যেতো। অনিশ্চয়তার আঁধারে দিন যাপন করতে হতো না। উত্তর স্বাধীনতাকালে এর পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষা ক্ষেত্রে উলট-পালট কাণ্ড দেখা দেয়। কখন পরীক্ষা হবে এবং কখন ফল বের হবে, সবই অনিশ্চিত হয়ে পরে। ফলে ছাত্র-অভিভাবক এবং শিক্ষা জীবন সবই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়া ছাড়াও সেরকারী চাকুরী এবং প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা ছাত্রদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনিশ্চয়তার অভিশাপ শিক্ষার দিক থেকে তার দৃষ্টি, অন্য দিকে ফেরাতে শুরু করে। অন্যদিকে অভিভাবকরা হন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগই ধনীর দুলাল বা দুলালী নন। মধ্যবিত্ত ও সাধারণ আয়ের পরিবারের সদস্য। তাই অনেকের জন্যই পড়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বিলম্বে ফল প্রকাশ করার ফলে সেশন জট তীব্র হয়ে উঠে। '৮৪ সালের পরীক্ষা '৮৯ সালে হবে কি-না তাও বলা কঠিন হয়ে দাড়ায়।

কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর কিছুটা দূর করেছেন। দু'বছর আগের অবস্থা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তখন অস্ত্রের অনুশীলন ছিল মূখ্য। সন্ধ্যার পর পরের কথা, দিন দুপুরেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যেতে গা' ছম ছম করে উঠতো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে এর অনেকটা অবসান হয়েছে। অস্ত্র এখন আর এতো ভয়ের সঞ্চার করে না। পড়াশুনার পরিবেশও আগের চেয়ে উন্নত এবং সুশৃংখল হয়েছে। '৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়েছিল মাত্র ৫৭ দিন। গত বছর অনেক বেশী ক্লাস হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেশন জট দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষ গত রোজার সময়ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেছেন। নিঃসন্দেহে এ প্রশংসনীয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি নিয়ম-নীতি চালু করা যায় তাহলে সে হবে আরও প্রশংসার। আরও উপকারী। আমরা আশা করি, যত বিঘ্ন-বাঁধা আসুক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা অতিক্রম করে নিয়মমত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের যে শুধু সুবিধা হবে তা নয়, জাতিও উপকৃত হবে। তাই উদ্যোগটির সাফল্য আমরা কামনা করি।